৪। **ঘনবাদ্য ঃ** এই প্রকার বাদ্যে কোন ধাতুর উপর বা অন্য কোন বস্তুর উপর ধাতু বা কাষ্ঠখণ্ড দ্বারা আঘাত করিয়া স্বর উৎপন্ন করা হয়। যেমন—মঞ্জীরা, মন্দিরা, কাঁসর, ঝাঁঝ, করতাল, জলতরঙ্গ ইত্যাদি এই শ্রেণীর অন্তর্গত। ভারতবর্ষে প্রচলিত অবনদ্ধ বা আনদ্ধ শ্রেণীর বাদ্যের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন হইল ডম্বরু বা ডমরু। কথিত আছে তাণ্ডব নৃত্য করিবার সময় মহাদেব ডমরু বাজাইতেন। ডমরু হস্তে নৃত্যরত মহাদেব এবং মৃদঙ্গবাদনরত সিদ্ধিদাতা গণেশের মূর্তি ভারতবর্ষে সুপরিচিত। তত্ বাদ্যের মধ্যে বীণা সুপ্রাচীন। দেবী সরস্বতী হইলেন বীণাপাণি। সুষির বাদ্যের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের মুরলী সর্বজন পরিচিত।

॥ *বিভিন্ন অবনদ্ধ বাদ্য ও উহার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস* ॥

ডমরু ঃ পুরাণে বলা হইয়াছে যে, দেবাদিদেব শঙ্কর তাঁহার তাণ্ডব নৃত্যের সময় ডমরু দ্বারা চৌদ্দটি ধ্বনি উৎপন্ন করেন। এইগুলি মাহেশ্বর সূত্র নামে পরিচিত। তালশাস্ত্রে এই সূত্রের লঘু-গুরু অক্ষর বা তাল পরিমাণের উপযোগিতা স্বীকার করা হইয়াছে। ডমরু আকৃতিতে বারো বা চৌদ্দ অঙ্গুলি দীর্ঘ হয়। দুই দিকের দুইটি মুখ চামড়া দিয়া ছাওয়া হয়। প্রত্যেকটি মুখের ব্যাস সাত অথবা আট অঙ্গুলি হয়। মাঝখানের ব্যাস দুই অঙ্গুলি। মাঝখানের এই সরু কোমরে একটি সুতার ডোরী বাঁধা হয়। ডোরীর দুই মুখে ধুনা বা মোম লাগান হয়। ডমরুর কোমরে আর এক গুচ্ছ ডোরী বাঁধা হয়। এই ডোরী হাতে ধরিয়া ডমরু বাজানো হয়। ডমরু নাড়াইলেই ডোরীর ধুনা বা মোম লাগানো মুখ দুইটি ডমরুর দুই মুখে আঘাত করিতে থাকে। তখন ডুগ্ ডুগ্ ধ্বনি উৎপন্ন হয়। এইজন্য ডমরুকে চলিত ভাষায় ডুগ্‌ডুগি বলা হয়। বর্তমানে বেদেরা এই ডুগ্‌ডুগি বাজাইয়া তাহাদের খেলা দেখাইয়া থাকে।

IND CamScanner App

খোল বা শ্রীখোল ঃ ইহাকে সাধারণতঃ শুধুমাত্র খোল বলা হয়। ইহা প্রাচীন মৃদঙ্গেরই প্রকারভেদ মুরজের অনুরূপ। ইহার অঙ্গটি মাটি দিয়াই নির্মিত হয়। খোল প্রায় দেড়-দুহাত লম্বা হয়। বামদিকের মুখের ব্যাস দশ-বারো অঙ্গুলি এবং ডানদিকের মুখের ব্যাস ছয় অঙ্গুলি পরিমাণ হয়। দুইটি মুখই চামড়া দ্বারা ছাওয়া হয় এবং

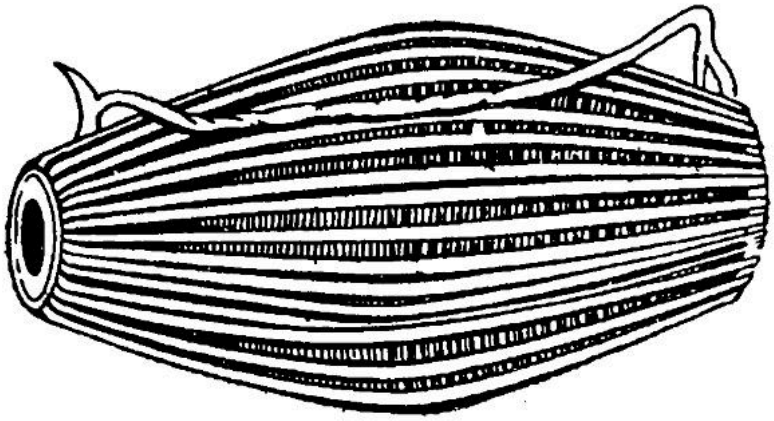

গোলাকৃতি চামড়ার মাঝখানে বৃত্তাকার গাবের প্রলেপ দেওয়া হয়। বামদিকে যে গাবের বৃত্ত করা হয় তাহার ব্যাস হয় সাত-আট অঙ্গুলি এবং ডানদিকের ব্যাস হয় তিন-চার অঙ্গুলি। খোলের দুইটি মুখ চামড়ার ফিতা দ্বারা আটকানো হয়। ইহার জন্য খোলের মাটির কাঠামোটি চামড়ার ফিতায় ঢাকা পড়ে। খোলে কোন গুলি বা গাট্টা লাগান হয় না। খোল বাদ্যে ১০৮ প্রকার তাল বাজান হয়। তাহাদের মধ্যে একতাল, দশকোশী, সমতাল, পাকছটা, পোট, ধরণ, রূপক, পঞ্চম সোয়ারী, তেওট, জপতাল, ঝাঁপতাল, দুঠুকী, ব্রহ্মতাল, রুদ্রতাল, ধামালি, শশীশেখর, লোফা প্রভৃতি সমধিক প্রচলিত। কীর্তন, ভজন প্রভৃতি ভক্তিমূলক গানের সহিত খোলের সঙ্গত সুপ্রশস্ত। খোলের বাণী—তা, তেতা, ধৈ, ধৈয়া, ঝাঁ, ঝিনি, তি, তিনি, নাক, গুরু ইত্যাদি।

ঢাক ঃ পুরাকালে এই যন্ত্রটি যুদ্ধ যাত্রায় ব্যবহৃত হইত বলিয়া অনেকে ইহাকে সামরিক যন্ত্র বলিয়া থাকেন। বর্তমানে বিভিন্ন পূজা পার্বণে বাজিতে দেখা যায়। অতি বৃহৎ আকারের ঢাককে জয়ঢাক বলা হয়। সাধারণ ঢাক হইতে জয়ঢাকের আওয়াজ জোরদার ও গম্ভীর হয়। ঢাকের ডানদিকের মুখটি ঊর্ধ্বদিকে রাখা হয়। ঢাক মাটিতে রাখিয়া ঊর্ধ্বমুখে দুইটি কাঠি দ্বারা বাজান হয়। দুই দিকের খোলা মুখ চামড়া দ্বারা

IND CamScanner App

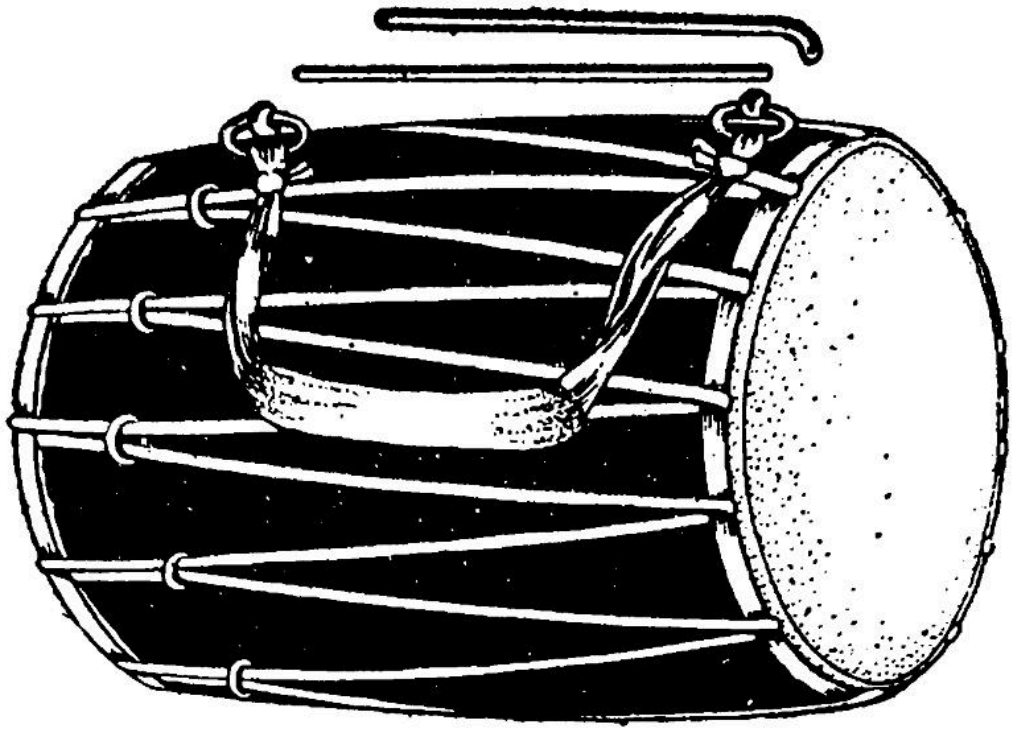

ঢাকা থাকে। দুই দিকের চামড়ায় ছোটের টান দেওয়া হয়। অতি প্রাচীনকালে এই যন্ত্রটি ত্রেতাযুগে রাম-রাবণের যুদ্ধে ব্যবহৃত হইয়াছিল। বর্তমানে হিন্দু দেবদেবীর পূজায়, নানা পার্বণে ও চড়কে গাজনের সময় ঢাক বাজিতে দেখা যায়।

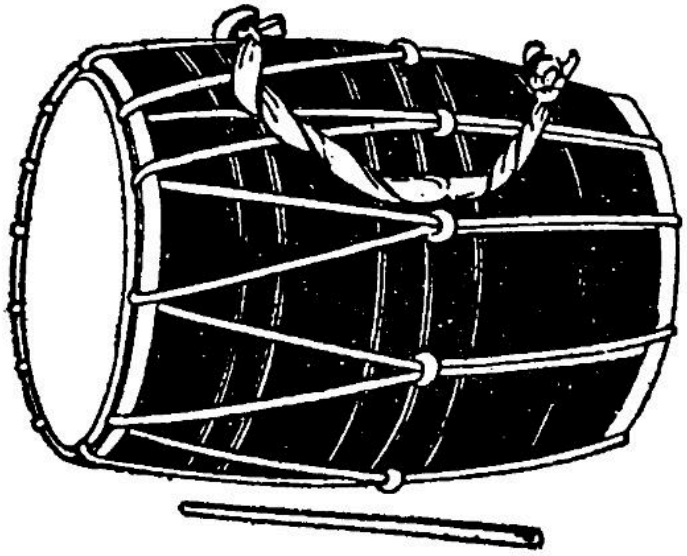

ঢোল ঃ ঢোল একটি সুপ্রাচীন বাদ্যযন্ত্র। পুরাণে বলা হইয়াছে—দেবাদিদেব মহেশ্বর ঢোল বাদ্যের দ্বারা পৃথিবীর নিস্তব্ধতা ভাঙিয়া জাগরণ সৃষ্টি করেন। ইহার কাঠামোটি সাধারণতঃ কাঠ দিয়া নির্মিত হয়। তামার কাঠামোও হইতে পারে। ইহা লম্বায় দেড়-দুই হাত

IND CamScanner App

হয়। মুখ দুইটির ব্যাস ১৮। ২০ অঙ্গুলি হয় এবং চামড়া দিয়া ছাওয়া হয়। ইহাতে গাবের আস্তরণ দেওয়া হয় না। চামড়ার ফিতা অথবা ডোরি দিয়া দুই দিকের বেণী টান থাকে। দুইটি ডোরীর মধ্যে পিতল, তামা বা লোহার বলয় দেওয়া হয়। ঢোলের ডানদিকের মুখটি সরু কাঠি দিয়া এবং বামদিকের মুখটি হাত দিয়া বাজানো হয়। পূজাপার্বণ, বিবাহ প্রভৃতি অনুষ্ঠানে এবং তরজা ও কবিগানের আসরে ঢোল বাজিতে দেখা যায়। ঢোলের বাণী—তা, তগ্, তু, ঝা, টিক্, ত্রি, ত্রিতা, ধি ইত্যাদি।

ঢোলক : এই বাদ্যযন্ত্রটি উপতাল বাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়। চতুর্দশ শতাব্দী হইতে ইহার উল্লেখ পাওয়া যায়। ইহার কাঠামোটি কাঠ দ্বারা নির্মিত হয় এবং দেখিতে অনেকটা পিপার মত। ইহা লম্বায় এক-দেড় হাত হয়। বামদিকের মুখের ব্যাস চৌদ্দ

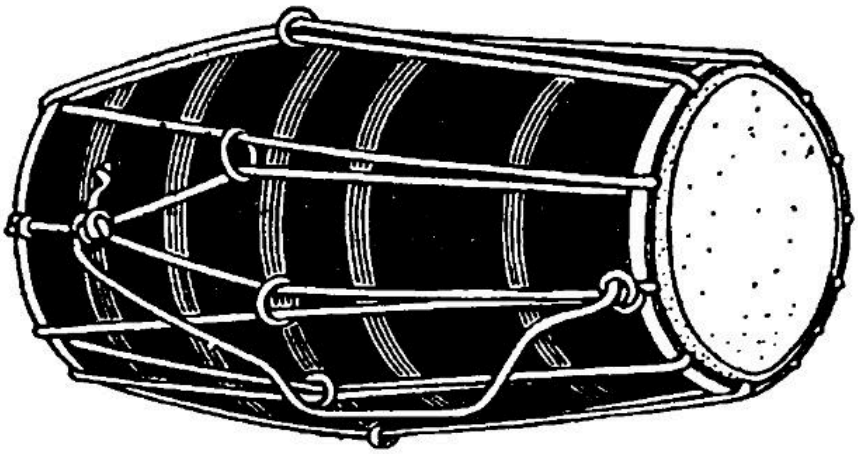

অঙ্গুলি ও ডানদিকের মুখের ব্যাস বারো অঙ্গুলি হয়। দুই দিকের মুখ চামড়া দিয়া ছাওয়া হয়। মুখের দুই প্রান্ত অনেকগুলি সূতার ডোরি দিয়া আটকানো হয়। দুইটি ডোরীর মধ্যে তামা অথবা লোহার বলয় পরানো হয়। বামদিকের মুখে গাবের আস্তরণ দেওয়া হয়। দুই হাতের সাহায্যে ঢোলক বাজান হয়। পাঞ্জাবের গ্রাম্য উৎসবে, কাওয়ালী গীতে, বিহার এবং উত্তরপ্রদেশে লোকগীতির সঙ্গে, বাংলা দেশে যাত্রা কবিগান এবং পালাগানের সহিত ঢোলক বাজিতে দেখা যায়। এই বাদ্যযন্ত্রে সচরাচর তবলার বাণী প্রয়োগ করা হয়।

মাদল : শ্রীখোলকে যেমন মুরজ বা মৃদঙ্গ বলা হয়, তেমনি শুদ্ধ ভাষায় মাদলকে মুরজ বা মর্দ্দল বলা হয়। এই বাদ্যযন্ত্রটি আকৃতিতে অনেকটা পাখোয়াজের অনুরূপ হইলেও আকারে কিছুটা ছোট। যন্ত্রটি কাঠ দ্বারা নির্মিত হয়। মাটি নির্মিত মাদলও

IND CamScanner App

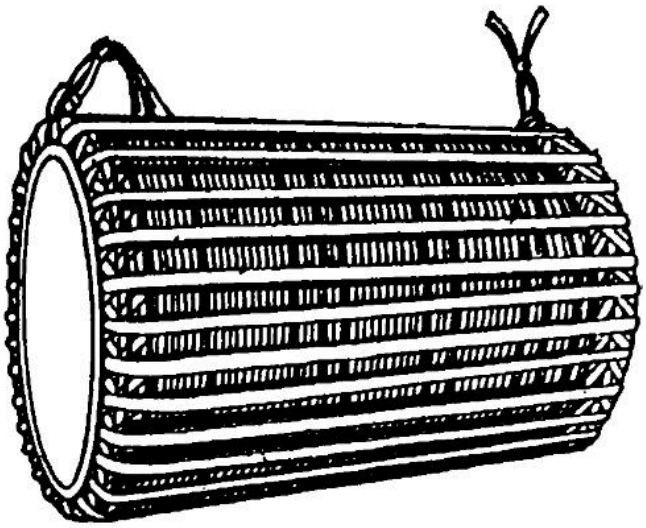

দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা এক হাত বা সওয়া-হাত লম্বা হয়। ইহার বামদিকের মুখে গাবের আস্তরণ দেওয়া হয়, তবে সব মাদলে গাব দেখা যায় না। সমস্ত খোলটিতে চামড়ার বেড় দেওয়া থাকে। দুই পাশের সমস্ত চর্মাচ্ছাদনই ছোট দ্বারা টান করিয়া বাঁধা থাকে। সাঁওতাল, কোল, ভীল, প্রভৃতি আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলে নৃত্য-গীতের সহিত ইহার ব্যবহার প্রচলিত। লোকগীতি, লোকনৃত্য এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন উৎসবে ও মণিপুরী নৃত্যের সহিত মাদল বাজিতে দেখা যায়। মাদলের বাণী—ধিতাং, ধেই, ধেৎ, তাঁ, দী ইত্যাদি।

কাড়া : পূর্বে যুদ্ধে এই যন্ত্রটির ব্যবহার দেখা যাইত। কিছুদিন পূর্বেও পূজাপার্বণের শোভাযাত্রায় ইহাকে জগঝম্প ও নাকাড়া যন্ত্রের সহিত বাজাইতে দেখা যাইত। ইহার দুই দিকের মুখ নাকাড়া হইতে প্রশস্ত ও গোলাকার। বড় মাপের কাড়াও দেখিতে পাওয়া যায়। নাকাড়া হইতে কাড়ার আওয়াজ জোরদার ও গম্ভীর হয়। দড়ি দ্বারা গলায় ঝুলাইয়া সামনের পেটের উপর রাখিয়া দুই হাতে দুইটি কাঠি দ্বারা কাড়া বাজানো হয়।

নাকাড়া : নাকাড়া বাদ্যটি ভেরী কিম্বা দুন্দুভির প্রকারভেদ। রণবাদ্য হিসাবে নাকাড়ার ব্যবহার এদেশে প্রাচীনকালেই ছিল। কোন কোন স্থানে ইহাকে নাগারা বলা হয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার একটি কবিতায় লিখিয়াছেন যে সৈন্যরা "দুর্গদুয়ারে নাকাড়া

IND CamScanner App

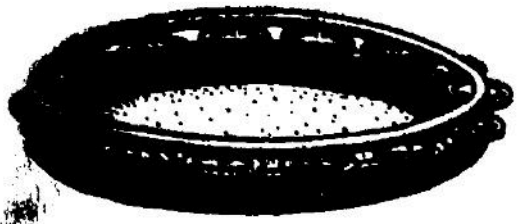

খঞ্জিরা ঃ আট হইতে নয় ইঞ্চি গোলাকার কাঠের ফ্রেমের উপর একপিঠ সম্পূর্ণভাবে চামড়া দ্বারা ঢাকা থাকে। ফ্রেমের মাঝে মাঝে ধাতুনির্মিত ছোট ছোট

চাকার মত ঝিনঝিনি থাকে। বাজাইবার সময় ঝিনঝিনিগুলি হইতে মধুর ধ্বনি বাহির হয়। বিদেশী তাম্বুরীন (Tambourine) যন্ত্র দেখিতে কতকটা একই রকম। যন্ত্রটি বামহাতে ধরিয়া ডান হাত দ্বারা বাজান হয়। মালাবার ও বাংলা অঞ্চলে এই বাদ্যের প্রচলন আছে। ভারতের বৃন্দাবাদনেও এই বাদ্যের প্রয়োগ হয়।

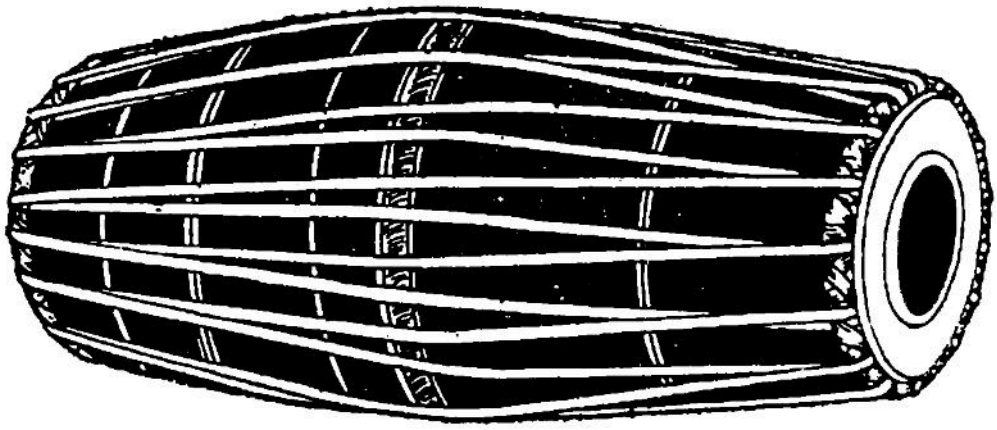

মৃদঙ্গম্ ঃ দক্ষিণ ভারতে এই যন্ত্রটির অধিক প্রচলন দেখা যায়। কর্ণাটকী সঙ্গীতে তবলার পরিবর্তে মৃদঙ্গমই ব্যবহার করা হয়। এই বাদ্যটি উত্তর ভারতে প্রচলিত পাখোয়াজের অনুরূপ হইলেও আকৃতিতে কিছু ছোট। ইহা ২২ ইঞ্চি হইতে ২৪ ইঞ্চি পর্যন্ত লম্বা হয়। বামদিকের মুখের ব্যাস সাড়ে ছয় হইতে সাত ইঞ্চি এবং ডানদিকের

মুখের ব্যাস ছয় ইঞ্চি হইতে সাত ইঞ্চি হয়। কাঠামোর মধ্যভাগের ঘের প্রায় দুইহাত। দুইদিকের মুখ গরু, ভেড়া ও মহিষের চামড়া উপর্যুপরি সাজাইয়া ছাওয়া হয়। উত্তর ভারতীয় পাখোয়াজের মত দুই পাশের দুই মুখে চামড়ার বদ্ধি দ্বারা টান থাকে তবে কোন গুলি বা গট্টা লাগান হয় না। কেবল কানিতে আঘাত করিয়া সুর মিলান হয়। পাখোয়াজের মতই মৃদঙ্গমের ডান দিকে স্থায়ীভাবে গাবের আস্তরণ দেওয়া থাকে। বাম দিকে বাজাইবার সময় আটা বা সুজি মাখিয়া লাগান হয়। উত্তর ভারতীয় মৃদঙ্গে বাঁয়া বাম হাত সোজা

Page 6 of 7
IND CamScanner App

রাখিয়া খুলিয়া বাজান হয়, দক্ষিণ ভারতীয় মৃদঙ্গমের বাঁয়া বাম হাত মুড়িয়া বাজান হয়। মৃদঙ্গমের বাণী—থা, থাকা, থারি, কিটা, গিনা, থেমে, দারি, দি, তা ইত্যাদি।

ঘটম্ বা ঘটবাদ্য : পৌরাণিক যুগে রামায়ণ মহাকাব্যে এই উপতাল বাদ্যটির উল্লেখ আছে। এই বাদ্যটি পাঞ্জাবে 'বাদা', কাশ্মীরে 'ঘড়া' এবং দক্ষিণভারতে ঘটম্ নামে পরিচিত। কর্ণাটকী সঙ্গীতে ঘটম্ সাথসঙ্গত হিসাবে মৃদঙ্গমের পাশাপাশি ব্যবহৃত হয় এবং মৃদঙ্গম্ ও ঘটম্ বাদক পরস্পর সওয়াল-জবাবের কলাকৌশল প্রদর্শন করেন। কাশ্মীর ও পাঞ্জাবে লোকগীতে এই বাদ্যের ব্যবহার হয়। ঘটম্ বাদ্যটি অনেকটা কলসীর আকৃতি। মাটির সহিত লৌহচূর্ণ এবং অন্যান্য ধাতব পদার্থের মিশ্রণে ইহার কাঠামো গঠিত হয়। এইজন্য ঘটমের গায়ে আঘাত করিলে এক-প্রকার ধাতব শব্দ উৎপন্ন হয়। ঘটম্ বাদক নাভির উর্ধদেশে ঘটমের মুখটিকে লাগাইয়া দুই হাতের অঙ্গুলি দ্বারা ঘটমের গলার দিকে এবং মাঝখানে আঘাত করিয়া ধ্বনি উৎপন্ন করেন। ঘটমের বাজনা শুনিতে তবলার মতই লাগে।

শুদ্ধ মদ্দলম্ : প্রাচীন মর্দল বাদ্যের বর্তমান রূপ হইল শুদ্ধ মদ্দলম্। দক্ষিণ ভারতের পঞ্চবাদ্যম্ যন্ত্রের মধ্যে ইহাকে এক বিশেষ বাদ্যযন্ত্র বলা হয়। দক্ষিণী মৃদঙ্গের

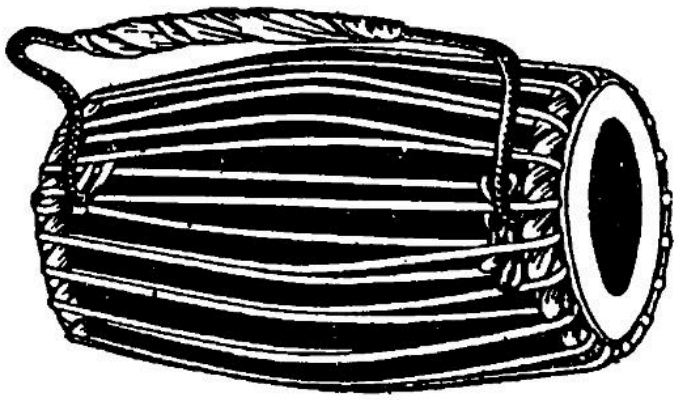

তুলনায় আকারে কিছুটা বড় হয়। দক্ষিণ দিকে অনেকটা চওড়া করিয়া গাবের আস্তরণ

IND CamScanner App